হিন্দুরা বীর হয় কিভাবে ?

আবূ আবদুল্লাহ

প্রচারে: শায়েখ আবু সুফিয়ান আল বাঙালী

হিন্দুরা বীর হয় কিভাবে ?

আবূ আবদুল্লাহ

হিন্দুরা বীর হয় কিভাবে ? কোথা উঠেছে হিন্দুদের বীরত্ব নিয়ে। কিন্তু আমার বুজে আসেনা হিন্দুরা বীর হয় কিভাবে।

** এরা তো সেই হিন্দু যাদের রাজা লক্ষণ সেন বখতিয়ারের মাত্র ১৮ অশ্বারোহির ভঁয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে।*

** এরা তো সেই কাপুরুষ জাতি যাদের কে ১৭ বছর বয়সে মোহাম্মোদ বীণ কাশেম সে আরব থেকে এসে সিন্ধু পর্যন্ত তাড়িয়ে এনেছিলেন।*

** এরা তো সেই হনূমান পূজারী যাদেরকে সুলতান মাহমুদ গজনবী সতের বার পরাজিত করে সোমনাথের মূর্তি সংহার করেছিলেন।*

** এরা তো সেই মাড়ঠা হিন্দু যাদের তিন লক্ষ সেনাকে আহামদ শাহ্ আবদালির মাত্র সাত হাজার মুজাহিদ পাণি পথের ময়দানে পরাভূত করেছেন।*

ইতিহাস পড়ে দেখূন মুসলমানরা এতো তাড়াতাড়ি অন্য কোণো জাতিকে এতো তাড়াতাড়ি পরাজিত করেনি,যে ভাবে হিন্দুদের পরাজিত করেছে। এই ভারতে অনেক ইতিহাস কেটেছে পরাজিত বলে। হিন্দুরা যদি শৃগালের চাতুরতার পথ না ধরত, তা হলে তারা আজও আমদের দাস হয়ে থাকতো। আচ্ছা আজ পর্যন্ত কখনো শুনেছেন হিন্দুরা ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোণো ভূখণ্ডের এক বীগাত জায়গা দখল করেছে। সেই ১৯৭১ সালে ধতি মাথায় তূলে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত পালিয়েছে। তাহলে হিন্দুরা বীর হয় কিভাবে ?

হ্যাঁ, রামায়ণ মহাভারতে তাদের অর্জুন কজূণ নামে কিছু বীর আছেন। যাদের নাম

ইতিহাসের পাতাকে কালো করেছে, এদের না আছে বাস্তবতা, না আছে ভিত্তি।

এবার আসুন সাম্প্রতিক হিন্দু রাজ্য ভারতের কিছু বীরত্বের জানার চেষ্টা করি।

** পাকিস্তানের সাথে তাদের বেশ কয়েক বার যুদ্ধ হয়েছিল, কার্গিলের যুদ্ধ,৬৫ টির যুদ্ধ ইত্যাদি। সকল যুদ্ধে তারা পাকিস্তানের হাতে রামদোলাই খেয়েছেন।*

** ষাটের দশকে চীনের সাথে তাদের লড়াই হয়। তখনো চীনাবাদাম খেয়েছেন।এখনো ভারতের এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে চীণা সেনারা তাদের সাথে বাংলাদেশকে নিয়ে বর্তমানে বিএসএফের যেমন আছারণ তেমন আছারণ করে।*

** আর বাংলাদেশ বিডিআরের সাথে তো ২০০১ সালে সীমান্তে যুদ্ধ হয়। বাংলাদেশের ৫ বিডিআরের মোকাবেলায় ১৫০ বিএসএফ কুপোকায় হয়।*

** কাশ্মীরের জনসংখ্যা মাত্র এক কোটি। যার মধ্যে প্রায় ২৫% হিন্দু।আর মুজাহিদ মাত্র তিন থেকে পাঁচ হাজার।এই পাঁচ হাজার মুজাহিদ মোকাবেলায় তাদের সেন্য ৮ লক্ষ। যা কখনো সীমান্তের গোলযোগের সময় ১০ লক্ষ পোঁছে যায়।*

অর্থাৎ ১জন মুজাহিদের মোকাবেলায় ১৬০ রামসেনা।

দেখলেন তাদের বীরত্বের কথা। আর এই বীরত্বের বলেই তারা হিন্দুস্তানকে রেপিস্থানে পরিণত করেছে।

তারা তো সোমনাথ মন্দীরের সেই কামোন্নাদ ব্রাহ্মন সেবকদের উওর সুরী যারা তাদের দেবতার সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা পাঁচশ নর্তকী এবং দুশ গায়কার নৃত্য-গীতির আয়োজন করত,কুমারী মেয়েদের ধর্ষন করত ও বলি দিত।

এদের শায়েস্তা করতে ছুটে এসেছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনবী, যিনি এই রামসেনা

গুলোর নিকট এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে আবির্ভুত হয়েছিলেন। ।এদের উওর সুরি বীরেরা (!) আবারো পুরো ভারতবর্ষকে সেই সোমনাথে পরিনত করেছে, এবং সুলতান মাহমুদের সন্তানদের প্রলুব্ধ করেছে আরেকটি 'ভারত অবিযানের জন্য ও প্রকৃত বীরত্ব কি তা বুঝিয়ে দিবার জন্য।

এজন্য কাশ্মীরী মুজাহিদরা এ নাশীদে বলেছিলেন ,

"হিন্দু লশকর দুনিয়া ভরকে সবসে বড়া বুযদিল হ্যায়!"

এখন হয়তো বলবেন, তাহলে তারা সিকিম, জুনাগড়, বরোদা এবং হায়দ্রাবাদ কীভাবে দখল করলো?

আসলে এগুলো সিংহের বীরত্ব নয়, বরং শৃগালের চাতুর্যে দখল করেছে।

আর এই হিন্দুদের বর্তমান শক্তিশালী রাজ্য হচ্ছে ভারত। আমরা নাকি এই ভারতকে খুউব-ই ভয় পাই !!!

আমরা ভারতকে বলে দিতে চাই" যে ক্ষমতার বলে তাদের লক্ষনসেন বখতিয়ারের ভয়ে পালিয়ে ছিল,

আমরা সে বকতিয়ারের বলে বলীয়ান!

যে লক্ষ্য নিয়ে বিন কাশেম সিন্ধুতে আগমন করেছেন, আমাদেরও সে লক্ষ্য!

যে গগনবিদারী ধ্বনি দিয়ে আহমদ শাহ আবদালি পানিপথের ময়দান প্রকম্পিত করেছেন, ইনশাআল্লাহ আমরাও সেই ধ্বনি সহকারে তাদের সামনে আবির্ভুত হবো!

অতএব তোদের শাহজালাল আর খান জাহানের মাটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা, আর পঙ্গপালের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা!

তারপরও যদি হাত বাড়াও, তাহলে রাশিয়ার (সোভিয়েত ইউনিয়নের) পরিণতির কথা স্মরন করে নাও !

সবশেষে সত্যিকারের বীরদের উদ্দেশ্যে মাওলানা আসিম উমার (হাফিযাহুল্লাহ)'র কিছু কথা,

সময় এসেছে সেই ধাতুনিঃস্রব জিহাদের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলণের যা আপনারা নিজেদের অন্তরে দমিত করে রেখেছেন, সেই ১৮৭৫ সাল থেকে। এখন সময় দেবত্বের দাবীদাদের দেখানোর, যে আপনাদের শিরায় উপশিরায় এখন মুহাম্মদ বীন কাশেমের রক্ত দেীড়ে। এটা সময় তাদের দেখানোর, যে, মুসলীম মায়েরা গাওরী ও গাযনবীর কাহিনীর এখনও তাদের সন্তাদের কাছে বর্ণনা করেন। এটা সময় তাদের দেখানোর আওরঙ্গজেবের লোক কাহিনী এখন ভারতীয় মুসলীমদের বিবেক জাগ্রত করে এবং মহিশূরের সিংহের বিখ্যাত মন্তব্য এখনও ভারতীয় মুসলীম যুবকদের প্রণোদিত করে মৃত্যুর জন্য একটি সম্মানিত মৃত্যু।

হে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সন্তানরা! হে আওরংঙজেব ও গাযনাবীর উওরসূরীরা! উঠে দাঁড়ান ও জিহাদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হোন একজন বোনের পর্দা কেড়ে নেয়ার আগে... মুসলিমদের আবার ও একােএ জিবন্ত দগ্ধকরণের আগে। আবার ও খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণে জিহাদের রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হোন! সার্বজনীন জিহাদের বাহিনীতে যোগদিন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সাহস যোগাবেন! ***আপনারা যদি এই পথ বেচে নেন,*** *আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের কারনে এই জাতিকে সম্মানিত করবেন।*

আর সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। যিনি বলেছেন,

"(আসলে) আল্লাগ তা, আলা যদি (যুগে যুগে) এক দল লোক দিয়ে

আরেক দল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো, (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা চাননি,কেননা) আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টিকুলের প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল!" (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫১)

প্রচারে: মুসলীম সেনাপতি শায়েখ আবু সুফিয়ান আল বাঙালী